প্রতীতি

একটি প্রগতিশীল সাহিত্য বিষয়ক কাগজ

মঙ্গলবার
২১ ফেব্রুয়ারি/০৬
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
৯ ফাল্গুন, ১৪১২

হাফিজ স্টেশনারী এন্ড টেলিকম

এখানে সকল প্রকার স্টেশনারী মালামাল সুলভে বিক্রয় ও কম খরচে দেশ-বিদেশে ফোন করা যায়

প্রোঃ হাফিজ লিটন
ভোরের কাগজ ও দৈনিক জাহান
ইসলামপুর প্রতিনিধি
মোবাইল ঃ ০১৭১-৫১৭২৫১

সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার ও আমাদের প্রত্যাশা

শারমীন আক্তার লিপি

মা ও মাতৃভাষা মানুষের কাছে সমান প্রিয়। মাতৃভাষা মানুষের মনে চেতনার সঞ্চার করে। মনোভাবের পূর্ণ বিবরণ একমাত্র মাতৃভাষায়ই সম্ভব। মাতৃভাষার সাথে মানুষের নাড়ির সংযোগ থাকে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা আমাদের ঐতিহ্যের স্মারক ও চেতনার ধারক। এ ভাষাতেই আমরা প্রথম কথা বলতে শিখি। এ ভাষাতেই আমরা লিখন লিখি। তাই বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দ আমাদের প্রিয়। বাংলা ভাষাই আমাদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিতে পারে এবং একই সাথে মেধার স্ফুরণ ঘটাতে পারে।

প্রায় ১১শ বছর আগে বাংলা ভাষার জন্ম। তার পর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে কিন্তু বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়নি। হিন্দু আমলে রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত আর মুসলমানদের সময় ফারসি। তারপর ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী ভাষার প্রচলন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কিছু পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। আর বিশ শতকের শুরুতে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেলে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে বাংলা ভাষা বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

১৯৪০ সাল থেকে বাংলায় রচিত বই-পুস্তক স্কুল কলেজে চালু করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পূর্বাঞ্চলে বাংলা মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী জোর করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, যুবক, জনসাধরণ এর তীব্র প্রতিবাদ করে। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশের মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এভাবেই নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। তাই আমাদের শিক্ষার বাহন ও সর্বস্তরের জনসাধারণের ব্যবহারের ভাষা আজ বাংলা।

বর্তমানে সকল স্তরের বাংলা ভাষার প্রচলণ হয়েছে। একশ্রেণীর লোক শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল বাংলা

এর পর ২য় পাতায়

প্রয়াত গোলাম হাফিজ বকুল স্মরণে

তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তী সাংবাদিক

সোহরাব হোসেন

সাংবাদিকতার গোড়াতেই গোলাম হাফিজ বকুল ঢাকার থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক পল্লী সমাচার' পত্রিকা দিয়ে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে নিজের মেধা, প্রচেষ্টা দিয়ে তিনি স্থায়ী যোগ্য আসন করে নিয়ে ছিলেন। অত্যন্ত সহজ, সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতার পেশায় তিনি ছিলেন অটল। কারো চোখ রাঙানি, ভয়-ভীতি এমনকি ক্ষমতা বা রাজনৈতিক কোন প্রভাবকে তিনি তোয়াক্কা না করে

দীর্ঘদিন ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতির পদ অলঙ্করণ শেষে মৃত্যুবরণ করেন।

গোলাম হাফিজ বকুলের সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয় আশির দশকের শেষ পর্যায়ে। তিনি বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পাশাপাশি সাহিত্য, সাময়িকী সহ বিভিন্ন ধরণের জাতীয় ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবসে সাহিত্য বিষয়ক কবিতা সংকলন প্রকাশ করতেন। তিনি 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকার ইসলামপুর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন আমৃত্যু।

ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলী দিয়ে সু-সম্পর্ক ছেদ করেও তিনি সাংবাদিকতার পেশার নীতি ও আদর্শকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। আর্থিক সৈন্যতাও তার এ পথকে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি আনমনে সাংবাদিকতার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। অর্থনৈতিক সঙ্কটে থাকা সত্বেও রুটি রুজির তাগিদে কখনও 'বকুল আর্ট' কখনও কাঁচ বিক্রির দোকান 'বকুল গ-াস হাউজ' আবার কখনও থান কাপড়ের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন।

ইসলামপুর প্রেসক্লাবের অনেক সাংবাদিকদের তিনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কখনও বা আদরের সুরে আবার কখনও বা রাগের মাথায় ধমকের সুরে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! হাজারো ধমক ও চোখ রাঙানিতেও গোলাম হাফিজ বকুল অতি অল্প দিনেই হয়ে উঠে

এর পর ২য় পৃষ্ঠায়

একুশের পাওয়া

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় স্মরণীয় ঘটনা। এ শুধু আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাঝেই সম্পৃক্ত নয়, এ আমাদের সমগ্র জাতীয় চেতনার সাথে গাঁথা। পাকিস্তানের মত একটি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনক চক্র আমাদেরকে যেভাবে শোষণের যাতাকলে পিষে মারছিল, একুশ এসে আমাদের মুক্ত করে চিরদিনের বন্দিশালা ভেঙ্গে দেয়। তাই একুশ নানা কারণে হয়ে উঠে আমাদের কাছে অর্থবহ।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে আমাদের এই যে চেতনার সঞ্চার, তা সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা যে একুশ আমাদের কণ্ঠের ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হৃদয়ে দিয়েছে অফুরন্ত আবেগ আর জ্বালিয়েছে প্রত্যয়ের দীপ্ত শিখা।

এম. হেলাল উদ্দিন
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
ইসলামপুর, জামালপুর।

ছোট গল্প

মরহুম গোলাম হাফিজ বকুল

আধারের রজনী

মনের সাথে মন, ভাবের সাথে ভাব, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের পবিত্র মিলন হলেই প্রেম বা ভালবাসা হয়। এ স্বর্গীয় প্রেম বা ভালবাসা দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, শুধু অস্তিত্বে অনুভব করা যায় সেই ঐশরীক শক্তিতে সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড তৈরি করে গতানুগতিক এবং যুগোপযোগী করে প্রকৃতিকে সাজিয়ে রেখেছে।

পৃথিবীর সবকিছুর উপর মানুষের কর্তৃত্ব খাটলেও মন বা হৃদয়ের উপর কারো কর্তৃত্ব খাটে না। মন আপন খেয়ালে ঘড়ির কাটার মত অবিরাম ভাবে চলছে।

রজনীর জীবনে শুধু আধারের কর্তৃত্বই রয়ে গেছে। আধারের প্রেমে পড়ে রজনী বিকাতে পারেনি আলোর রোশনাই। তাইতো আজও রজনীর জীবন আধার বন্দি। দু'বৃন্তের দু'টি রেখা এক বিন্দুতে পৌছার পূর্বেই পৃথিবীর মত ছিটকে গেছে সূর্যের পরিধি থেকে। রজনী হিন্দু ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। ভালবাসার উন্মুক্ত উদ্যানে বর্ষের শীতল বারিধারা। সময়ের চাকায় জীবনের পরিধি বাড়তে থাকে। এক সময় রজনীর সান্নিধ্যে আসে আধার কিন্তু ওরা আর্কতে পায়নি ভালবাসার রঙীন স্বপ্নের আল্পনা। গুলির মত এগিয়ে চলছে ভালবাসার পাখি পিছনে ফিরতে আর পারেনি।

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ানপুর মিনি শহরটি। পাখির শোরগোল, আজান-অর্চনার ধ্বনিতে জেগে উঠতো সূর্যদেবীর মুখ। স্ব-ধর্মের অনুভূতি নিয়ে সবাই সুখ সাগরে স্নান করতো। আঁকা বাঁকা মেঠো গাঁয়ের পথ, মিনি শহরের সাথে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। নদীর ঢেউ বাঁধের সাথে সঙ্গ দিয়ে ফিরে যেত অথৈ সুখে। অতিথি পাখিরা আসতো নির্ভয়ে। সেই মিনি শহর দেওয়ানপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরেশ দাসের কন্যা রজনী। পিতা-মাতা, ভাই বোন এবং প্রতিবেশীর আদরে বড় হয়েছে রজনী। পূর্ণতার সাগরে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণতার জলে স্নান করতে পারেনি সে। ফুরফুরে অনাগত ভাবের অনুভূতি নিয়ে ও মুক্তাকাশে বেড়াতে চায় শুভ্র মেঘের মত। কিন্তু পারে কই ? জীবনের ব্যাসে পরিধি খুঁজে পেয়েও স্পর্শ করতে পায়নি স্বপ্ন বিন্দুকে। মাঝে মধ্যে ক্ষোভে-দুঃখে আত্ম বির্সজনের মত জঘন্যতম পথ বেছে নিতে ইচ্ছে করে। পিতা পরেশ দাসা অন্ত র্ধানের পর স্নেহময়ী মা, ভাই বোনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ডাকটিকিটের মত মনে লেগে যায় রজনীর।

স্মৃতি মন্ডিত অতীতের দৃশ্যগুলো ব্যাকসিনে হারিয়ে যায়। প্রতিমার মত সকল স্মৃতি গঙ্গার জলে বিসর্জন দেয় রজনী। ওর জীবনে হয়তো আর আসবে না অনাগত সৃষ্টির আগমন। অচল পয়সার মত অযতনে পড়ে আছে অবুঝ শিশুর হাতে।

রজনী বি.এ পাস করার পর স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। অন্তসার বিধ্বস্ত অন্তরে যখন অনুভূতিতে নাড়া দেয় তখন ছাত্রীদের সাথে কথা বলে ব্যথার তীব্রতা হালকা করে।

ভবিষ্যতের সকল চাওয়া-পাওয়া দেবীর চরণে উৎসর্গ করে শান্তনা খুঁজে রজনী। নববধুর শাড়ীর আঁচলে এবং মহব্বতের ধ্বনির সুরে ও যেন কাকে খোঁজে তখন ওকে বিষন্ন দেখায়।

আধারকে সে শত চেষ্টায়ও ভুলতে পারেনি। অন্তরের মিল বড় জটিল রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও বিচ্ছিন্ন হয় না। এ যেন সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার নিবিড় সেতু বন্ধকের মত। অবুঝ মন শান্তনা মানে না। ভালবাসার

এরপর ২য় পাতায়

শুভেচ্ছা

ছালাম, বরকত রফিক, জব্বার, শফিউর সহ সকল ভাষা সৈনিকদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। যে ত্যাগের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষার অধিকার অর্জন করেছি তা সমুন্নত রাখতে সবাই সচেতন হই-এ হোক আমাদের এবারের প্রতিজ্ঞা। 'প্রতীতি' কে হাজারো শুভেচ্ছা।

মোঃ লস্কর আলী
কমান্ডার-উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
ও
চেয়ারম্যান-গোয়ালের চর ইউপি
ইসলামপুর, জামালপুর।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী অজস্র ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সেই সাথে ইসলামপুর থেকে প্রকাশিত 'প্রতীতি' সাহিত্যপত্রের চিরন্তন প্রকাশ কামনা করছি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন লেবু
৪নং ওয়ার্ড কমিশনার ও প্যানেল চেয়ারম্যান
ইসলামপুর পৌরসভা।

প্রতীতি শব্দজট/০১

	১			২	
৩				৪	৫
		৬	৭		
		৮			
৯	১০			১১	
	১২				

পাশাপাশি ঃ

১। পশু জবাই জাতীয়, ৩। সমাপ্তি, ৪। মজুদ করা, ৬। কবিতা লিখেন যিনি, ৮। বর্জ্য জাতীয়, ৯। দিবস, ১১। মুখের কথা, ১২। একজন ভাষা শহীদের নাম।

উপর-নীচ ঃ

১। মানব দেহের একক, ২। আত্মপক্ষ, ৩। একজন ইরানি কবির নাম, ৫। মায়ের ভাষা, ৬। সামান্য, ৭। নদীনালা জাতীয়, ১০। নতুন, ১১। বাঙ্গালীর প্রধান খাবার।

শুভ হোক প্রতীতি'র অগ্রযাত্রা

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী অসংখ্য ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি; যাদের প্রতিদানে আজ আমরা বাংলা সাহিত্য চর্চার অব্যাহত সুযোগ পাচ্ছি। ইসলামপুরের মত একটি মফস্বল থেকে সাহিত্য বিষয়ক কাগজ 'প্রতীতি'র আত্মপ্রকাশ সত্যিকার অর্থে সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ। 'প্রতীতি'র' অগ্রযাত্রা জাতির উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখুক এ প্রত্যাশায়-

সিফাত আল রাব্বানী
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উজ চৌধুরী
সভাপতি

বাংলাদেশ কবি-সাহিত্যিক এসোসিয়েশন

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।